গা...ধা.. স্বরের পিসীমার বক্তব্য ।

লেখাটি যথাসময় আরম্ভ করা হয়েছিল, কম্পিউটার বিকল থাকায় শেষ করা সম্ভব হয়ে উঠছিল না। আমার ইঞ্জিনিয়র পুত্র ইমিডিয়েট বড় বোনের বিয়ে নিয়ে ব্যস্ত থাকায় বিকল কম্পিউটার সারাতে সমার্থ হচ্ছিল না বিধায় যথাসময় ভাইপোর অভিযোগের উত্তর দেয়া সম্ভব হয়নি। তাই পুরাতনের সাথে নতুন বক্তব্য যুক্ত করে লেখাটি উপস্থাপন করা হলো। তাছাড়া নব প্রকাশিত সাতরং ওয়েব সাইটে লেখা প্রেরনের জন্য শ্রীমতি নন্দিনী হোসেনের অনুরোধ রক্ষা করতে পারিনি বিধায় ক্ষমা প্রার্থী। তবে ভবিষ্যতে সাতরং এ লেখা প্রেরনের আশা রাখি।

জ্ঞান আপডেট করার উপদেশ বন্ধ করে ভাইপো অভিযোগ করলেন, আমি তার ”আমার (ডঃ পালের) প্রতি গা আর ধা কেত্তন করল” বাক্যটির অর্থ বুঝি নাই। পাঠকদের হয়ত মনে আছে ”আমি বাংলা-ইংরাজী জানি না”, এরকম একটি সার্টিফিকেট বছর দুই আগে ডঃ পালের মতো কোন এক ডক্টরেট ডিগ্রীধারীর কাছ থেকে পেয়েছিলাম, যা আমার ঘরে স্বযত্নে রক্ষিত আছে। হয়তো বাংলা না জানার কারণে ভাইপোর উক্ত বাক্যটির অর্থ বুঝতে পারিনি। সাধারণ অন্য কোন পাঠক যদি বাক্যটির অর্থ করে দেন, তবে হয়তো বুঝতে পারবো।

ডঃ পালের দ্বিতীয় অভিযোগ, সেতারা হাশেম ডঃ পালকে ”গাধা” বলেছে এবং তার বক্তব্য যুক্তি সহকারে খন্ডন করে নাই। ডঃ পাল বলুন, আমার কোন লেখায় আপনাকে ”গাধা” বলা হয়েছে এবং আপনার কোন কোণ বক্তব্য যুক্তি সহকারে খন্ডন করা হয়নি। আমার লেখাগুলি যদি মনযোগ সহকারে পড়েন, তবে বুঝতে পারবেন, আপনার প্রত্যেকটি বক্তব্যের উত্তর যুক্তি সহকারে দেয়া হয়েছে, যার প্রতি উত্তরে পাল্টা কোন যুক্তি উপস্থাপন করতে আপনি ব্যর্থ হয়ে পরবর্তী লেখায় সমাজবিজ্ঞানের এমন সব অযৌক্তিক নুতন বক্তব্যের অবতারণা করেছেন, যার উপর আপনার যথাযথ জ্ঞান নাই।

ভাল ছাত্র হিসাবে ভারতের সর্ব উচুমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডঃ পাল প্রকৃতিবিজ্ঞান বিষয় লেখাপড়া করেছেন। প্রকৃতিবিজ্ঞান বিষয় তিনি একজন উচুমানের গবেষক, তার অর্থ এই নয় যে, তিনি সমাজবিজ্ঞান বিষয় ভাল জ্ঞান রাখেন। সমাজবিজ্ঞান বিষয় ডঃ পালের জ্ঞান যথা-উপযুক্ত নয়। ইসলামিষ্ট ও সাম্রাজ্যবাদ সহ বহু শব্দের যথা উপযুক্ত সংজ্ঞার বিষয় ডঃ পাল অবহিত নন, গোষ্ঠি ও জাতির মধ্যে তিনি পার্থক্য করতে ব্যর্থ হন। জাতি ও সাম্রজ্যবাদ শব্দগুলি ধনতান্ত্রিক সমাজের সাথে সম্পর্কিত। দাস সমাজের বীর আলেক্সজাডারের ভারত বিজয়কে ধনতান্ত্রিক সমাজের সাম্রাজ্যবাদের সাথে যুক্ত করে ডঃ পাল, তার ইতিহাস জ্ঞানের দৈন্যতা প্রকাশ করে ফেললেন।

মুসলিম-বিশ্ব বা খ্রীষ্টান-বিশ্ব মৌলবাদীদের বিষয়বস্তু, ইতিহাসের বিষয়বস্তু নয়। মুহাম্মদ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব এবং তার কার্যকলাপ ইতিহাসের বিষয়বস্তু। তাই মুহাম্মদকে মূল্যায়ণ করতে হবে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে, ইহুদী, খ্রীষ্টান বা ইসলামিক মৌলবাদীদের দৃষ্টিকোন থেকে নয়। ইতিহাস কি ভাবে মুহাম্মদকে মূল্যায়ণ করেছে, তা জানার জন্য ”ডঃ পালের খোলা চিঠির উত্তর” লেখায় একটি ইতিহাস বইয়ের নাম উল্লেখ করেছিলাম। তাছাড়া পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর Glimpse of world history বা Sir John Glubb এর The Life and Times of Muhammad পড়লে জানা যাবে ইতিহাস মুহাম্মদকে কি ভাবে মূল্যায়ণ করে।

ডঃ পাল জানতে চেয়েছেন, সেতারা হাশেমকে তিনি কোন লেখায় ব্যক্তিগত আক্রমন করেছেন। ডঃ পালের Margan’s Anthropology and Setara Hashem: Exposing a pseudo- socialist লেখাটির কথা প্রথম উল্লেখ করা যাক। আলোচ্য লেখায় সেতারা হাশেমের অ্যাকাডেমিক ইগনরেন্সের কথা বলেছেন, সুডো সোশালিষ্ট হিসাবে তাকে উল্লেখ করেছেন। পূর্ববর্তী লেখাগুলিতে সেতারা হাশেমকে ইসলামিষ্ট (মৌলবাদী অর্থে) চিহ্নিত করেছেন, পিসীমার জ্ঞান আপডেট করার উপদেশ দিয়েছেন। এগুলি কি ব্যক্তিগত আক্রমন নয়?

সেতারা হাশেমকে এক্সপোজ করার আগে ডাঃ পালের নৃবিজ্ঞান (Anthropology) এর সংজ্ঞা জানা উচিত। তিনি বহু বিষয়ের সংজ্ঞা জানেন না। Anthropology is the scientific study of the origin and of the physical, social and cultural development and behavior of man. Human genome হলো নৃবিজ্ঞানের ফিজিক্যাল অংশের বিষয়বস্তু। সেতারা হাশেমের আলোচনার বিষয় হলো নৃবিজ্ঞানের সামাজিক ও কৃষ্টির দিক।

সিমেটিক, গল, দ্রাবিড় বা আর্য্য গোষ্ঠির জীন আর খাদহীন নাই। বর্তমান কালের সকল জাতিই শংকর, অর্থ্যাৎ বিভিন্ন গোষ্ঠির জীন দ্বারা গঠিত। গোষ্ঠি ও জাতির মধ্যে এই হলো পার্থক্য। মানুষ ও সমাজকে বুঝতে হলে চার দেয়ালের গবেষণাগার থেকে বেড় হয়ে আসতে হবে। আদি সমাজ, দাস সমাজ, সামন্ত সমাজ ও পুজিবাদী সমাজের চরিত্রগত গুণাগুন এবং বিবর্তনের কারণ বুঝতে হবে। জীন সমাজ বিবর্তনের ফ্যাক্টর নয়। হামবড়া ভাব পরিত্যাগ এবং ভদ্রচিত ভাবে বক্তব্য পেশ করার চেষ্টা করুণ।

ডঃ পালের আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতি লেখাটি উত্তম। তবে কিছু কিছু ব্যাখ্যা যথাযথ নয়। বিক্ষিপ্ত ভাবে মার্ক্সবাদ পড়ার ফলে তিনি মার্ক্সের বহু বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করেণ এবং মার্ক্সীয় থিউরী ও মার্ক্সের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্যে পার্থক্য নিরূপনে ব্যর্থ হন।

”অর্থ” কি করে পুজিতে রূপান্তরিত হয়ে নিজ চরিত্রের গুণগত পরিবর্তন ঘটায় এবং পুজির বিকাশ ও বিবর্তনের বিভিন্ন স্থরে বা ধাপে পুজির চরিত্রের গুণগত পরিবর্তন যে ঘটে তার কারণ ডাস ক্যাপিটালে বর্ণিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। উক্ত পুস্তকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, পুজির এমন একটি স্থরে বা ধাপে উত্তরণ ঘটবে, যখন পুজি তার নিজস্ব জাতিয় বাউন্ডারী অতিক্রম করে বিশ্বায়ণের দিকে ধাবিত হবে। বিষয়টি মার্ক্সের অর্থনৈতিক থিউরী, যা মার্ক্সের সমর্থনের সাথে সম্পর্কীত নয়। তবে উন্নয়ণশীল সমাজে বিশ্বায়নের প্রতিক্রিয়া মার্ক্সীয় রাজনীতির সাথে সম্পর্কীত।

মার্ক্সের তত্ত্ব অনুযায়ী পুজি এমন একটি স্থরে বা ধাপে উপনীত হবে, যখন পুজির বিকাশ আর সম্ভব হবে না, ফলে সামাজিক অগ্রগতি স্থবির হয়ে পরবে। এমতাবস্থায় সমাজে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির উত্তরণ ঘটে সমাজকে গতিশীল করবে। তবে রাশিয়ার অক্টোবার বিপ্লবের মাধ্যমে লেলিন প্রমান করলেন যে, সামন্তবাদী সমাজ ও অর্থনীতি থেকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির উত্তরণ ঘটতে পারে। চীনে বিপ্লব ঘটিয়ে মাও সেতুং লেলিন তত্ত্ব পুণ প্রমান করলেন। তবে লেলিন পরবর্তী সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টি আমলা নির্ভর এবং ভুল অর্থনৈতিক মডেল গ্রহন করায় সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনকে যারা

সমাজতন্ত্রের বিলুপ্তি হিসাবে দেখছেন বা চীন পুজিবাদে রূপান্তরিত ভাবছেন, তারা অর্থশাস্ত্র ও সমাজবিজ্ঞানে অজ্ঞ।

বিশ্বায়ণে চীন ও ভারত উপকৃত, কারণ দেশ দু'টি তাদের জাতিয় অর্থনীতির ভিত বহু পূর্বেই ভিন্ন দুই মডেলে সুদৃঢ় করতে সমর্থ হয়েছিল। ৭৫ পরবর্তীতে সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর জাতিয় অর্থনৈতিক নীতি গ্রহন করায় বাংলাদেশে আমলা-মুৎসুদ্দী পুজির সৃষ্টি হয়েছে, যা শিল্প উদ্যোগের সহায়ক শক্তি নয়। ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিত সুদৃঢ় হয়নি, তাই বিশ্বায়নে বাংলাদেশের পন্য ভারতীয় পণ্যের কাছে মার খাচ্ছে।

স্বাধীনতার পর ভারত ধনতান্ত্রিক আত্মনির্ভর জাতিয় অর্থনৈতিক নীতি গ্রহন করে। মা যেমন নাবালক সন্তানকে প্রোটেকশন দিয়ে থাকেন। অনুরূপ ভাবে নেহেরু সরকার ভারতের তদকালীন নাবালক (টাটা, বিড়ালা প্রভৃতি) শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে প্রোটেকশন দেয়ার লক্ষ্যে ভারতে বিদেশী পন্য প্রবেশের উপর নিষেদাজ্ঞা জারী করে। ফলে ভারতীয় পুজির সুস্থ বিকাশ ঘটে। পুজির সাথে শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজন শ্রমশক্তি ও মেধা। সস্তা শ্রমশক্তি ভারতে পূর্বেও ছিল এবং বর্তমানেও আছে। কিন্তু মেধাশক্তি সৃষ্টি করতে হয়। নেহেরু সরকারের শিক্ষা মন্ত্রী ছিলেন মওলানা আবুল কালাম আজাদ। মেধাশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে তদকালীন শিক্ষা মন্ত্রী ভারতের শিক্ষা নীতি ঢেলে সাজালেন, ফলে আই.আই.টি স্থাপিত হয়। নেহেরু সরকারের শিক্ষা নীতির ফসল ডঃ বিপ্লব পাল, যিনি নেহেরু সরকারের একজন সমালোচক। মেধা বিক্রির বাজারে ভারতের চেয়ে আমেরিকায় উচু দর পাওয়ায় ডঃ পাল আমেরিকায় মেধা বিক্রি করে খাচ্ছেন। নেহেরু সরকারের শিল্প নীতির ফসল বর্তমান টাটা, বিড়ালা ও গোয়েঙ্গারা, যারা মার্কিন কর্পোরেট পুজিকে চ্যালেঞ্জ করার যোগ্যতা রাখেন এবং কৃষি নীতির ফসল সবুজ পাঞ্জাব। পাঞ্জাবের কৃষি উদ্ধৃত পুজির প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট খালিস্থান আন্দোলন এবং স্বর্ণ মন্দির দখল। ভারতীয় জাতিয়তাবাদের ধারক ও বাহক ইন্দিরা গান্ধী পাঞ্জাবী জাতিয়তাবাদী আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করলেন।

চীনের প্রবাদ বিড়াল কালো বা সাদা তাতে কিছু আসে যায় না, দেখার বিষয় বিড়াল শিকারী কিনা। অনুরূপ ভাবে বলা যায় ইন্দিরা গান্ধী কেজিবির অর্থ গ্রহন করলো কি করলো না, তাতে কিছু আসে যায় না। বিবেচ্য বিষয় তিনি ভারতের স্বার্থের সাথে বেইমানি করেছেন কিনা।

ভারতের সংখ্যা গরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। ভারতের দারিদ্রতার মূল কারণ উর্বর কৃষি জমির সুষ্ঠু বন্টন এবং পানি ও বিদ্যুৎ প্রাপ্যতা, জনসংখ্যা নয়। ভারত ও চীনের জনসংখ্যা প্রায় সমান, ভারতের চেয়ে কৃষি জমির বন্টন চীনে উন্নত ও সুষ্ঠু বিধায় চীনে দারিদ্র লোকের সংখ্যা ভারতের চেয়ে অনেক কম। তাছাড়া চীনের অর্থনৈতিক নীতিতে টাটা বিড়ালা সৃষ্টির সুযোগ দেয়া হয়নি বিধায় উচ্চ ক্রয় ক্ষমতা সম্পন্ন প্রায় ৫০-৬০ কোটি লোকের এক মধ্যবিত্ত শ্রেনীর উন্মেষ ঘটেছে, যা ভারতের দ্বিগুণের অধিক।

ভারত সর্ব বৃহৎ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দেশ। ভারতীয় গণতন্ত্রের উপর বিবিসি কর্তৃক পরিচালিত জরিপ রির্পোট, যা বিগত ১৬ই সেপ্টেম্বারের বিবিসি বাংলা সংবাদে পরিবেশিত, থেকে জানা যায় যে ভারতের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ মনে করে, ভারতীয় সরকারী নীতিতে জনগণের আশা আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয় না এবং ভারতীয় সরকার জনগণ দ্বারা পরিচালিত হয় না। বিষয়টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সকল পুজিবাদী দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থ্যাৎ গনতন্ত্রের নামে পুজিবাদী দেশে বুর্জোয়া স্বৈরাতান্ত্রিক শাসন চালানো হয়। মেহনতি মানুষের গণতন্ত্র

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নিহিত। বিষয়টি বুঝার মত প্রজ্ঞা জনাব কুদ্দুস খানসহ ইন্টারনেটে বিচরণকারী আরো বেশ কিছু ভদ্রলোকের নেই।

হিন্দু উপনিষদে বর্ণিত ম্লেচ্ছ (অসভ্য) ও নিষাদ (শিকারী, মৎস্যজীবি বা ডাকাত) গোষ্ঠির সাথে আর্য্যসহ বিভিন্ন গোষ্ঠির সংমিশ্রনে বাঙ্গালী জাতির সৃষ্টি। বাঙ্গালীর হাজার বছরের ইতিহাসের অধিকাংশ সময় বঙ্গ দিল্লীর নিয়ন্ত্রনমুক্ত ছিল। বাঙ্গালী স্বাধীনচেতা জাতি। রাজনৈতিক কারণে বঙ্গ আজ বিভক্ত। যেমন জর্মান বিভক্ত ছিল। ভবিষ্যতে যে দুই বঙ্গ একত্রিত হবে না, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। অন্যান্য জতির মত ইতিহাস বাঙ্গালী জাতির ভাগ্য নির্ধারণ করে দিবে।

সেতারা হাশেম ০৯/১৭/০৫